সমকাল

তারিখ 09 AUG 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছিত

কেউ দেখেনি, কেউ শোনেনি...

সব কূল রক্ষা, নাকি অপরাধী প্রভাবশালী হওয়ায় ছাড় দেওয়া? নাকি পুলিশ নিজেকেই বাঁচাল? নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার ও বন্দর থানার ওসির দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদন দেখে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে কান ধরে ওঠবস করানো হয় ১৩ মে। তিনি ধর্মের অবমাননা করেছেন– এমন অসত্য অভিযোগ আনে কিছু অসৎ লোক। এর পর প্রধান শিক্ষককে মারধর করা হয়। এক পর্যায়ে বন্দর এলাকার জাতীয় সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টির নেতা সেলিম ওসমান সেখানে এসে প্রধান শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস করানোর নির্দেশ দেন। এ সময়ে পুলিশও উপস্থিত ছিল। তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এ ঘটনা গোটা দেশে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অনেকে প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে 'কান ধরে রাজপথে' দাঁড়িয়ে থাকেন। ১৮ মে এ বিষয়টি সর্বোচ্চ আদালতের গোচরে আনা হলে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেন এবং এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দিতে জেলা পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। কিছুদিন পর প্রতিবেদন জমা দেওয়া হলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। পুলিশ সময় চায় এবং তারই পরিণতি রোববারের প্রতিবেদন। মাননীয় আদালত এর বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করবেন। আমরা কেবল পুলিশের কিছু মন্তব্য নিয়ে কথা বলতে পারি। তারা বলেছেন, প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় সংসদ সদস্য দু'জনেই 'উদ্ভূত পরিস্থিতির শিকার'। একজন প্রধান শিক্ষককে সংসদ সদস্য পুলিশের উপস্থিতিতে বিনা অপরাধে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় যদি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে মনে না করে, তাহলে অপরাধের সংজ্ঞা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে বৈকি। 'কান নিয়েছে চিলে'– শুনে কেউ কান মাথার সঙ্গে আছে কি-না সেটা না দেখে উড়ে চলা চিলের পেছনে ছুটলে তাকে নির্বোধ ছাড়া কিছুই বলা যায় না। একজন সম্মানিত প্রধান শিক্ষক ধর্মের অবমাননা করেছেন– এমন অসত্য রটনায় যুক্তদের সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করে কিছুই পেল না। সংসদ সদস্য তার এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে মারধরের শিকার প্রধান শিক্ষককে আরও অপমান করলেন। তাতেও পুলিশ অন্যায় কিছু দেখল না। কেনই বা দেখবে? পুলিশও যে ক্ষমতার দাপটের কাছে অসহায়! তারা কীভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে?